

Bengali: Easy-to-Read Version

Language: বাংলা (Bengali)

Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.

PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.

9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d

ISBN: 978-1-5313-1309-8

গালাতীয়দের

প্রতি পত্র

১ প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে শুভেচ্ছা; প্রেরিতহবার জন্য কোন মানুষ বা মানুষের মাধ্যমে আমাকে মনোনীত করা হয় নি, বরং যীশু খ্রীষ্ট ও পিতা ঈশ্বর, যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত করেছেন, তাঁর মাধ্যমেই আমি প্রেরিত পদে মনোনীত হয়েছি। ২ আমি পৌল এবং অন্য ভাইরা যাঁরা আমার সাথে আছেন, আমরা গালাতীয়ার *মণ্ডলীদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি।

৩ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, দয়া ও শক্তি তোমাদের ওপর বর্তাক। ৪ যীশু আমাদের পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, যাতে, যে মন্দ জগতে আমরা বাস করি তার থেকে যেন তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারেন। আমাদের পিতা ঈশ্বর তাই চেয়েছিলেন। ৫ যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।

কেবলমাত্র একটিই সত্য সুসমাচার

৬ আমি তোমাদের দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যে, যিনি খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বান করেছিলেন তোমরা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে কত শীঘ্র সরে গিয়ে এক ভিন্ন সুসমাচারে বিশ্বাস করছ। ৭ এটা সুসমাচারের কোন ভাষান্তর নয় কিন্তু কিছু লোক তোমাদের বিভ্রান্ত করছে। তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করতে চাইছে। ৮ আমরা তোমাদের কাছে যে সত্য সুসমাচার প্রচার করেছি তার থেকে ভিন্ন কোন সুসমাচার যদি আমাদের কেউ বা কোন স্বর্গদূত এসেও প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত হোক। ৯ এর আগেও আমরা একথা বলেছি; সেই একই কথা আবার বলছি: তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করেছিলে তাছাড়া অন্য কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে তবে এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত হোক।

১০ তোমাদের কি মনে হয় আমাকে গ্রহণ করার জন্য আমি লোকদের কাছে চেপ্টা চালাচ্ছি? তা নয়, বরং একমাত্র ঈশ্বরকেই আমি সন্তুষ্ট করতে চাইছি। আমি কি মানুষকে খুশী করতে চাইছি? আমি যদি মানুষকে খুশী করতে চাইতাম তাহলে খ্রীষ্টের দাস হতাম না।

পৌলের কর্তৃত্ব ঈশ্বর হতে পাওয়া

১১ ভাইরা, আমি চাই তোমরা জান যে, যে সুসমাচার আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি তা কোন মানুষের মতানুযায়ী নয়। ১২ কারণ সেই বার্তা আমি কোন মানুষের কাছ থেকে পাই নি; কোন মানুষ আমাকে তা শেখায় নি, বরং যীশু খ্রীষ্টই আমার কাছে তা প্রকাশ করেছেন।

১৩ তোমরা তো শুনেছ আমি আগে কেমন জীবনযাপন করতাম। আমি ইহুদী ধর্মমতাবলম্বী ছিলাম। আমি নির্মমভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করে তা ধ্বংস করতে চেপ্টা করেছিলাম। ১৪ ইহুদী ধর্মচর্চায় সমসাময়িক ও আমার সমবয়সী অন্যান্য ইহুদীদের থেকে আমি অনেক এগিয়েছিলাম, কারণ পূর্বপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি পালনে আমার যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল।

১৫ আমার জন্মাবার আগে থেকেই ঈশ্বর আমাকে বেছে নেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাঁর সেবা করার জন্য আমাকে ডাকেন। ১৬ আমি যেন অইহুদীদের কাছে তাঁর পুত্রের বিষয় সুসমাচার প্রচার করি সেইজন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রের বিষয়ে আমার কাছে প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন। ঈশ্বর যখন আমাকে ডাকলেন তখন আমি কোন মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করি নি, ১৭ এমন কি আমার আগে যাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আমি জেরুশালেমে যাই নি; কিন্তু কাল বিলম্ব না করে আমি আরব দেশে চলে গেলাম। পরে দম্বেশক শহরে ফিরে গেলাম।

১৮ তারপর তিন বছর বাদে পিতরের সঙ্গে পরিচিত হতে জেরুশালেমে যাই ও পিতরের সঙ্গে আমি পনেরো দিন থাকি। ১৯ সেখানে আমি পুত্র ভাই যাকোব ছাড়া আর কোন প্রেরিতকে দেখি নি। ২০ ঈশ্বর জানেন যে যেসব কথা আমি লিখছি সেগুলি মিথ্যা নয়। ২১ তারপর আমি সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলগুলিতে চলে যাই।

২২ এর পূর্বে যিহূদার কোন খ্রীষ্ট মণ্ডলী আমায় ব্যক্তিগতভাবে চিনত না। ২৩ তারা শুধু আমার সম্বন্ধে শুনেছিল, “যে লোকটি আগে আমাদের নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাসের বাণী প্রচার করছে, যা সে পূর্বে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।” ২৪ আর তারা আমার কারণে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

*১:২ গালাতীয়া গালাতীয়া সেই জায়গা যেখান থেকে পৌল প্রথম ধর্মযাত্রার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ও মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। পড়ুন প্রেরিত ১৩ এবং ১৪ অধ্যায়।

অন্য পেররিতরা পৌলকে গ্রহণ করলেন

১ তারপর চৌদ্দ বছর পর আমি আবার জেরুশালেমে গেলাম। আমি বার্মবার সঙ্গে গোলাম আর তীতকেও সঙ্গে নিলাম।
২ ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরাণ আদেশ অনুসারে আমি সেখানে গেলাম। সেখানকার বিশ্বাসীদের নেতৃবর্গের কাছে এক গোপন সভায় অইহুদীদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করে থাকি তার ব্যাখ্যা করলাম। আমি চেয়েছিলাম যে তারা যেন বুঝতে পারে আমি কি কাজ করছি, যেন অতীতে যে কাজ করেছিলাম ও বর্তমানে আমি যা করছি তা বৃথা না হয়ে থাকে।

৩ এর ফলস্বরূপ তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি একজন গরীক হওয়া সত্ত্বেও এই নেতৃবর্গ তীতকে সন্মত করার জন্য জোর করলেন না।^৪ এইসব সমস্যা নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল, কারণ কিছু ভণ্ড বিশ্বাসী গোপনে গুণ্ডারের মতো আমাদের দলে ঢুকে পড়েছিল এবং খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের কতটা স্বাধীনতা আছে তা জানবার চেষ্টা করছিল, যাতে আমাদের তাদের দাস করতে পারে।^৫ সেই ভণ্ড বিশ্বাসী ভাইরা যা চেয়েছিল তার কোন কিছুতেই আমরা মত দিই নি, যাতে সুসমাচার দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল তা তোমাদের সাথে থাকে।

৬ মগলীতে যাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল তাদের কাছ থেকেও আমি নতুন কোন কিছু জানতে পারি নি। তাঁরা যেই হোন না কেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান আর তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।^৭ কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ নেতারা দেখলেন যে ঈশ্বরের আমাকে একটি বিশেষ কাজের ভার দিয়েছিলেন, যেমনটি পিতরকে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের পিতরকে ইহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের আমাকে অ-ইহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ভার দিয়েছিলেন।^৮ ইহুদীদের জন্য পেররিতের কাজ করতে ঈশ্বরের পিতরকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তিনিই আবার আমাকেও পেররিতের কাজ করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা ইহুদী নয় তাদের জন্য।^৯ যাকোব, পিতর এবং যোহন আপাতদৃষ্টিতে নেতা ছিলেন এবং তাঁরা যখন দেখলেন যে ঈশ্বরের আমাকে প্রচারের একটি বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন, তখন তাঁরা বার্মবা এবং আমাকে তাদের সহভাগী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আমাদের বললেন, “আমরা এই ব্যবস্থায় সম্মত যে, আমরা, অর্থাৎ পৌল এবং বার্মবা অ-ইহুদীদের কাছে প্রচারে যাব; আর তাঁরা অর্থাৎ যাকোব, পিতর ও যোহন ইহুদীদের কাছে যাবেন।”^{১০} তাঁরা কেবলমাত্র একটি বিষয়ে আমাদের অনুরোধ করলেন, যেন যারা দরিদ্র তাদের মনে রাখি। এ কাজটি করতে আমিও খুব উদগরীব ছিলাম।

পৌল পিতরের ভুল দেখিয়ে দেন

১১ কিন্তু যখন পিতর আন্তিয়খিয়ায় এলেন, আমি সরাসরি তাঁর বিরোধিতা করলাম, কারণ তিনি স্পষ্টতই ভুল দিকে ছিলেন।
১২ আন্তিয়খিয়ায় আসার পর প্রথমে তিনি অইহুদীদের সঙ্গে পানাহার ও মেলামেশা করতেন কিন্তু যাকোবের কাছে থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এলে পিতর অইহুদীদের সঙ্গে পানাহার বন্ধ করে দিলেন। তিনি অইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে নিজেই পৃথক রাখলেন। তিনি সেই সমস্ত ইহুদীদের কথা মনে করে ভয় পাচ্ছিলেন, যারা মনে করত সব অইহুদী লোকদের সন্মত হওয়া দরকার।^{১৩} এরপর অন্যান্য অইহুদীরা পিতরের সঙ্গে এই ভণ্ডমিতে এমন মাতুরায় যোগ দিলেন যে বার্মবাও এদের ভণ্ডমির দ্বারা প্রভাবিত হলেন।^{১৪} আমি যখন দেখলাম যে তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সোজা পথে চলছেন না, তখন আমি পিতরকে সম্বোধন করে সবার সামনে বললাম: “আপনি একজন ইহুদী হয়ে যদি ইহুদীদের রীতিনীতি পালন না করেন, তবে যারা অইহুদী তাদের ইহুদীদের মতো সব কিছু পালন করতে জোর করছেন কেন?”

১৫ আমরা জন্মসূতের ইহুদী, অইহুদী পাপী নই।^{১৬} তবু আমরা জানি যে মানুষ ঈশ্বরের সামনে বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয় বরং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত হয়, তাই আমরা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করছি, যাতে আমরা ঈশ্বরের সামনে বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয় বরং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী বলেই নির্দোষ গণিত হই। কারণ কেউই বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ বলে বিবেচিত হয় না।

১৭ কিন্তু আমরা ইহুদীরা খ্রীষ্টে নির্দোষ বিবেচিত হতে গিয়ে যদি অইহুদীদের মত নিজেদের পাপী দেখাই, তবে তার অর্থ কি এই যে খ্রীষ্ট পাপকে উৎসাহিত করেন? কখনই না।^{১৮} কারণ যা আমি ভেঙে ফেলেছি তা যদি আবার গঠন করি, তাহলে আমি নিজেই নিয়ম ভঙ্গকারী হিসাবে পরমাণ করি।^{১৯} বিধি-ব্যবস্থার দিক থেকে আমি মৃত এবং বিধি-ব্যবস্থা হল আমার মৃত্যুর কারণ। এটা হয়েছে যাতে আমি ঈশ্বরের জন্য বাঁচি। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে করুণাবদ্ধ হয়েছি।^{২০} সূতরাং আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন; আমার দেহের মধ্যে যে জীবন আমি এখন যাপন করি, এ কেবল ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাসের দ্বারাই করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেই উৎসর্গ করেছেন।^{২১} ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমি পরত্যাগান করি না, কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ গণিত হওয়া যায়, তবে খ্রীষ্ট মিথ্যাই পরাণ দিয়েছিলেন।

বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ

১ ওহে অবুঝ গালাতীয়ের লোকেরা! তোমাদের কে যাদু করেছে? করুণের ওপর যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা তোমাদের তো স্পষ্ট করেই বোঝানো হয়েছিল। ২ কেবল আমার এই কথাটির জবাব দাও যে তোমরা কিভাবে পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে? বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা কি পেয়েছিলে? না সুসমাচার শুনে ও তাতে বিশ্বাস করতেই পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে? ৩ তোমরা কি এতই অবাধ্য যে, পবিত্র আত্মায় খ্রীষ্টীয় জীবন শুরু করে এখন তা স্থূল দৈহিক শক্তির ওপর নির্ভর করে শেষ করতে চাও? ৪ তোমরা কি বৃথাই এত রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছ? আমি আশা করি তা বৃথা হবে না। ৫ তোমরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করেছিলে বলেই কি ঈশ্বরের তোমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছিলেন এবং তোমাদের মধ্যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, না তোমরা সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিলে বলে?

৬ অব্রাহামের সম্পর্কে শাস্ত্রের যেমন বলে: “অব্রাহাম ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তার ফলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।” ৭ তোমাদের জানা ভাল, যে যারা বিশ্বাসের পথে চলে তারা ই অব্রাহামের প্রকৃত সন্তান। ৮ পবিত্র শাস্ত্রের এ বিষয়ে আগেই লেখা ছিল যে, অইহুদী লোকদের ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন করবেন। আগে থেকেই এই সুসমাচার অব্রাহামকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, “অব্রাহাম, সমস্ত জাতি তোমার মাধ্যমে আশীর্বাদ পাবে।” ৯ অব্রাহাম বিশ্বাস করে যেমন আশীর্বাদ পেয়েছেন তেমনি যে সমস্ত লোক এখন বিশ্বাস করছে তারাও সেই আশীর্বাদ লাভ করছে।

১০ যারা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে বিধি-ব্যবস্থা পালনের ওপর নির্ভর করে, তাদের ওপর অভিষাপ থাকে। কারণ শাস্ত্রের বলে: “বিধি-ব্যবস্থায় যে সকল লেখা আছে তার সব কটি যে পালন না করে সে শাপগরস্ত।” ১১ এখন এটা পরিষ্কার যে বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় না। কারণ শাস্ত্রের বলে: “ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের জন্যই বাঁচবে।” ১২

১২ কিন্তু বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই, বরং শাস্ত্রের বলে, “যে বিধি-ব্যবস্থা পালন করে, সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।” ১৩ বিধি-ব্যবস্থা আমাদের ওপর যে অভিষাপ চাপিয়ে দিয়েছে তার থেকে খ্রীষ্ট আমাদের উদ্ধার করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের স্থানে দাঁড়িয়ে নিজের ওপর সেই অভিষাপ গ্রহণ করলেন। কারণ শাস্ত্রের বলে: “যার দেহ গাছে টাঙ্গানো হয় সে শাপগরস্ত।” ১৪ খ্রীষ্ট এই কাজ সম্পন্ন করলেন যাতে যে আশীর্বাদ অব্রাহাম লাভ করেছিলেন তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে অইহুদীরাও লাভ করে, এবং যেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পাই।

বিধি-ব্যবস্থা ও প্রতিশ্রুতি

১৫ আমার ভাই ও বোনরা, আমি তোমাদের কাছে সাধারণ একটি উদাহরণ দিচ্ছি: দুজনের মধ্যে একটা চুক্তির কথা চিন্তা কর। সেই চুক্তি একবার বৈধ হয়ে গেলে কেউ তা বাতিল করতে পারে না বা তাতে কোন কিছু যোগ করতে পারে না। ১৬ ঈশ্বর, অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরকে আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লক্ষ্য কর যে এখানে “বংশধর” বলা হয়েছে, “বংশধরদের” নয়, যেন অনেককে নয় বরং একজনকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নির্দেশ করা হয়। ১৭ আমি এটাই বলতে চাই যে ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, আর তার চারশো তিরিশ বছর পরে বিধি-ব্যবস্থা এসেছিল। তাই বিধি-ব্যবস্থা এসে পূর্বেই যে চুক্তি ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের হয়েছিল তা বাতিল করতে পারে না।

১৮ যদি উত্তরাধিকার বিধি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করত তাহলে তা আর প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভরশীল হত না; কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত হস্তে এই উত্তরাধিকার অব্রাহামকে তাঁর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে দিয়েছিলেন।

১৯ তাহলে বিধি-ব্যবস্থা কিসের জন্য? অপরাধ কি, এটা বোঝাবার জন্য বিধি-ব্যবস্থা সেই বংশধরের (অব্রাহামের) আসা পর্যন্ত যোগ করা হল, যাকে সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। মানুষের কাছে সেই বিধি-ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে স্বর্গদূতরা মোশিকে মধ্যস্থতরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ২০ কিন্তু কেবলমাত্র একজন থাকলে কোন মধ্যস্থতের দরকার হয় না; আর ঈশ্বর এক।

†৩:৬ আদি ১৫:৬ হইতে উদ্ধৃত।

‡৩:৮ আদি ১২:৩ হইতে উদ্ধৃত।

¶৩:১০ দিব. বি. ২৭:২৬ হইতে উদ্ধৃত।

§৩:১১ হবককূক ২:৪ হইতে উদ্ধৃত।

**৩:১২ যে ... পাবে লেবীয় ১৮:৫.

††৩:১৩ দিব. বি. ২১:২৩ হইতে উদ্ধৃত।

মোশির বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

২১ তাহলে কি বিধি-ব্যবস্থা ঈশ্বরের পরিত্শ্ৰুতির বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই নয়! যদি এমন বিধি-ব্যবস্থা থাকত যা মানুষকে জীবন দান করতে পারে, তবে বিধি-ব্যবস্থা পালন করেই আমরা ধার্মিক হতে পারতাম। ২২ কিন্তু এ সত্য নয়, কারণ শাস্ত্র দেখাচ্ছে যে সকলে পাপের কাছে বন্দী এবং লোকেরা বিশ্বাসের মাধ্যমেই সেই পরিত্শ্ৰুত আশীর্বাদ পেতে পারে। যারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করবে, তাদের উদ্দেশ্যেই এই পরিত্শ্ৰুতি দেওয়া রয়েছে।

২৩ এই বিশ্বাস আসার আগে আমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে বন্দী ছিলাম। আমাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর আমাদের কাছে সেই বিশ্বাসের কথা জানান। ২৪ খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য বিধি-ব্যবস্থা ছিল আমাদের কঠোর অভিভাবক, যেন বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক বলে গণিত হই। ২৫ এখন যখন বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এসেছে, তখন আমরা আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই।

২৬-২৭ কারণ তোমাদের মধ্যে যাদের খ্রীষ্টে বাস্তব হয়েছে, তাদের সবাই খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে। খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। ২৮ এখন খ্রীষ্ট যীশুতে যারা আছে তাদের মধ্যে পুরুষ বা স্ত্রীতে কোন ভেদাভেদ নেই, ইহুদী কি গরীক, স্বাধীন অথবা দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা এক। ২৯ তোমরা খ্রীষ্টের, তাই তোমরা অব্রাহামের বংশধর; সুতরাং অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের যে পরিত্শ্ৰুতি দিয়েছিলেন তোমরাও তার উত্তরাধিকারী হবে।

৪ ১ আমি তোমাদের একথা বলতে চাইছি—উত্তরাধিকারী যতদিন শিশু থাকে ততদিন তার সঙ্গে একজন দাসের কোন তফাত থাকে না; যদিও সেই শিশু সব কিছু মালিক। ২ কারণ সে যত দিন শিশু অবস্থায় থাকে তাকে অভিভাবক এবং সংসার পরিচালকের কথা অনুযায়ী চলতে হয়। সাবালক হবার জন্য যে বয়স তার পিতা নির্ধারণ করে দেন, সেই বয়সে পৌঁছলে সে স্বাধীন হয়। ৩ একথা আমাদের পক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা যখন শিশুদের পর্যায়ে ছিলাম, তখন আমরা এই জগতের কতকগুলি প্রাথমিক নিয়ম কানুনের অধীন ছিলাম, ৪ কিন্তু নিরূপিত সময়ে ঈশ্বরের তাঁর পুত্রকে পাঠালেন। ঈশ্বরের পুত্র একজন স্ত্রীলোকের গর্ভজাত হলেন এবং বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটালেন, ৫ যাতে তিনি বিধি-ব্যবস্থার অধীন সমস্ত লোকদের স্বাধীন করতে পারেন এবং যেন আমরা সকলে তাঁর পুত্ররূপে স্বীকৃতি পেতে পারি।

৬ তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সেইজন্যই তাঁর পুত্রের আত্মাকে তিনি তোমাদের অন্তরে পাঠিয়েছেন। সেই আত্মা ডেকে ওঠে, “আব্বা, পিতা” বলে। ৭ তাই তোমরা আগের মতো আর দাস নও কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র। আর যেহেতু তোমরা পুত্র তাই ঈশ্বরের তাঁর পরিত্শ্ৰুত বিষয়গুলি তোমাদের দেবেন।

গালাতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য পৌলের ভালবাসা

৮ অতীতে যখন তোমরা ঈশ্বরকে জানতে না, তখন তোমরা যে সমস্ত দেবতার সেবা করতে, তারা ঈশ্বর নয়। ৯ কিন্তু তোমরা এখন সত্য ঈশ্বরকে জেনেছ অথবা এটা বলা ভাল যে ঈশ্বরই তোমাদের জেনেছেন। তাই পূর্বে যে সব নিরর্থক ও দুর্বল নিয়ম-কানুন ছিল সেদিকে আবার কেন ফিরছ? তোমরা কি আবার ঐ সকলের দাস হতে চাও? ১০ তোমরা কেবল বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ। ১১ তোমাদের দেখে আমার ভয় হয় যে, তোমাদের মধ্যে হয়তো আমি বৃথাই পরিশ্রম করছি।

১২ আমার ভাই ও বোনরা, আমি তোমাদের মতো ছিলাম, তাই মিনতি করি তোমরা আমার মতো হও। তোমরা আমার সঙ্গে কোন খারাণ ব্যবহার কর নি। ১৩ তোমরা তো জান, আমি অসুস্থ ছিলাম বলে প্রথমই তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি। ১৪ যদিও আমার অসুস্থতা তোমাদের সবার কাছে এক পরীক্ষাস্বরূপ হয়েছিল, তবু তোমরা এমনভাবে আমাকে গ্রহণ করেছিলে যেন আমি ঈশ্বর হতে আগত স্বর্গদূত, যেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট। ১৫ এখন তোমাদের সেই আনন্দ কোথায়? আমি তোমাদের সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে তখন সম্ভব হলে তোমরা আমার জন্য নিজের নিজের চোখ উপড়ে আমাকে দিতে দিবধা করতে না। ১৬ এখন তোমাদের কাছে সত্য বলছি বলে কি আমি তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি?

১৭ সেই লোকেরা তোমাদের প্রতি আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু তা কোন ভাল উদ্দেশ্য নয়। তারা তোমাদের কাছ থেকে আমাদের আলাদা করতে চায়, যাতে তোমরা তাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কর। ১৮ অবশ্য আগ্রহ দেখানো ভাল কেবল যদি সং উদ্দেশ্যে তা করা হয়। আমি যখন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি কেবল তখনই নয় বরং সবসময়েই তা থাকা ভাল। ১৯ হে আমার পিরয় সন্তানরা, তোমাদের জন্য আমি আর একবার প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করছি। তোমাদের নিয়ে আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে যতদিন পর্যন্ত না তোমরা খ্রীষ্টের মতো হয়ে ওঠো। ২০ এখন তোমাদের কাছে যেতে আমার খুব ইচ্ছা করছে, তাহলে ভিন্নভাবে এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম। আমি জানি না তোমাদের নিয়ে আমি কি করব।

হাগার এবং সারার উদাহরণ

২১ আমাকে বলতো, তোমাদের মধ্যে কে মোশির বিধি-ব্যবস্থার অধীন থাকতে চাও? তোমরা কি জান না বিধি-ব্যবস্থা কি বলে? ২২ শাস্ত্র বলছে যে অব্রাহামের দুটি পুত্র ছিল, একটি পুত্রের মা ছিল দাসী স্ত্রী, অপর পুত্রের মা ছিল স্বাধীন স্ত্রী। ২৩ দাসী স্ত্রীর গর্ভে অব্রাহামের যে সন্তান জন্মোলি তার জন্ম স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল, কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর গর্ভে অব্রাহামের যে সন্তান জন্মোলি, সে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রিষ্কৃতির ফলেই জন্মোলি।

২৪ এই বিষয়গুলি রূপকের মতো ব্যাখ্যা করা যায়। এই দুই মহিলা দুটি চুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, একটি চুক্তি যেটা সীনয় পর্বত থেকে এসেছিল, সেটা একদল লোকের জন্ম দিয়েছিল দাসত্বের জন্যে। যে মাতার নাম হাগার, সে এই চুক্তির সঙ্গে তুলনীয়। ২৫ হাগার হলেন আরবের সীনয় পর্বতের মতো। তিনি বর্তমান ইহুদীদের জেরুশালেমের প্রতিরূপ, কারণ সেই জেরুশালেম তার লোকদের সাথে দাসত্বের বন্ধনে বদ্ধ। ২৬ কিন্তু স্বর্গীয় জেরুশালেম স্বাধীন মহিলা স্বরূপ। সেই জেরুশালেম আমাদের মাতৃসম। ২৭ কারণ শাস্ত্র লেখা আছে:

“হে বধ্যা নারী, তোমরা যারা সন্তানের জন্ম দাও নি,
তোমরা আনন্দ কর, উল্লাসিত হও!

তোমরা যারা কখনই পুরসব যন্ত্রণা ভোগ কর নি;

তোমরা উল্লাস কর,

কারণ স্বামীর সঙ্গে বসবাসকারী স্ত্রীর চাইতে

নিঃসঙ্গ স্ত্রীর অনেক বেশী সন্তান হবে।” ২৮

২৮ আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরাও সেই ইসহাকের মতো পরিত্রিষ্কৃতির সন্তান। ২৯ কিন্তু ঠিক এখনকার মতোই তখনও যে পুত্র স্বাভাবিকভাবে জন্মোলি, সে অন্য পুত্রকে অর্থাৎ পবিত্র আত্মার শক্তিতে যার জন্ম হয়েছিল তাকে নির্যাতন করত। ৩০ কিন্তু শাস্ত্র কি বলে? “দাসী স্ত্রী ও তার পুত্রকে তাড়িয়ে দাও! কারণ দাসীর পুত্র স্বাধীন স্ত্রীর পুত্রের সাথে কিছুরই উত্তরাধিকারী হবে না।” ৩১ তাই বলি আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা সেই দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান।

স্বাধীন হয়ে থেকে

১ খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন, যেন আমরা স্বাধীনভাবে থাকতে পারি; তাই শক্ত হয়ে দাঁড়াও, দাসত্বের ফিরে যেও না। ২ শোন! আমি পৌল বলছি। যদি তোমরা সুম্নতের মাধ্যমে আবার বিধি-ব্যবস্থায় ফিরে যাও, তবে তোমরা খ্রীষ্টেতে লাভবান হবে না। ৩ আবার আমি পরত্বকে মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তোমরা যদি সুম্নত করতে চাও, তবে বিধি-ব্যবস্থার সবটাই তোমাদের পালন করতে হবে। ৪ তোমরা যারা বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত হতে চেষ্টা করছ, তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করেছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ৫ কিন্তু আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ বলে গণিত হবার জন্য অধীর আগ্রহে আত্মীয় অপেক্ষা করছি। ৬ কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে যুক্ত থাকলে সুম্নত হওয়া বা না হওয়া এ প্রশ্ন মূল্যহীন; কিন্তু দরকারি বিষয় হল বিশ্বাস, যে বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে।

৭ তোমরা বেশ ভালই দৌড়াচ্ছিলে, তাহলে সত্বের বাধ্য হয়ে চলতে কে তোমাদের বাধা দিল? ৮ যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ধরণের প্ররোচনা আসে নি। ৯ সাবধান হও! “সামান্য একটু খামির গোটা ময়দার তালকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে!” ১০ তোমাদের জন্ম পরভূতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তোমরা আমার শিক্ষা ছাড়া ভিন্ন কোন শিক্ষার দিকে ফিরবে না; কিন্তু যে লোক তোমাদের বিরক্ত করছে, সে যেই হোক না কেন, শান্তি সে পাবেই।

১১ আমার ভাই ও বোনেরা, যদি আমি এখনও সুম্নতের প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষা নিই, তবে আমি এখনও এতো নির্যাতন ভোগ করছি কেন? এবং আমি সুম্নতের প্রয়োজন সম্বন্ধে যদি এখনও বলি তাহলে করুণের কথা বলতে কোন সমস্যাই হত না। ১২ যাঁরা তোমাদের অস্থির করে তুলছে, আমি চাই তারা যেন নিজেদের ছিন্দাও করে।

১৩ আমার ভাই ও বোনেরা, স্বাধীন মানুষ হবার জন্যই ঈশ্বরের তোমাদের আহ্বান করেছেন, কেবল দেখ তোমাদের পাপ প্রবৃত্তিকে ত্ত্বি দিয়ে সেই স্বাধীনতার সুযোগ নিও না, বরং পেরমে একে অপরের দাস হও। ১৪ যেহেতু সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাকে

২৮:২৭ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৫৪:১.

৩১:৩০ আদি ২১:১০ হইতে উদ্ধৃত।

এক করলে এটাই দাঁড়ায়: “তোমার পর্তিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস।” §§১৫ কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি, ছেঁড়াছেড়ি কর, তবে সাবধান! যেন তোমরা একে অপরের দ্বারা ধ্বংস না হও।

মানব প্রকৃতি এবং আত্মা

১৬ তাই আমি বলি যে, তোমরা সেই আত্মার পরিচালনায় চল, তাহলে তোমরা আর তোমাদের পাপ প্রকৃতির ইচ্ছা পূর্ণ করবে না। ১৭ কারণ আমাদের পাপ প্রকৃতি যা চায়, তা আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা যা চায় তা পাপ প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এরা পরস্পরের বিরোধী, ফলে তোমরা যা চাও তা করতে পার না। ১৮ কিন্তু তোমরা যদি আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও তবে তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে নও।

১৯ পাপ প্রবৃত্তির কাজগুলি স্পষ্ট: সেগুলি হল ব্যভিচার, অশুচিতা, সেবচ্ছাচারিতা, ২০ পরতিমা পূজা, ডাইনি বিদ্যা, ঘণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, কেরাধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা, ২১ মাতলামি, লাম্পট্য আর একই ধরণের অন্য অপরাধ। এর বিরুদ্ধে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি যেমন এর আগেও করেছি। যারা এইসব কু কাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে জাগা হবে না। ২২ কিন্তু আত্মার ফল হল ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ও আত্মসংযম। ২৩ এই সবের বিরুদ্ধে কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই। ২৪ যারা যীশু খ্রীষ্টে রয়েছে, তারা তাদের পাপ প্রকৃতিকে কামনা বাসনা সমেত ক্রুদ্ধে বন্ধ করেছে, অর্থাৎ তাদের পুরানো জীবনের সব মন্দ লালসা ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে। ২৫ সুতরাং আত্মাই যখন আমাদের নতুন জীবনের উৎস তখন এস আমরা আত্মার অধীনে চলি। ২৬ এস আমরা যেন অযথা অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন ও হিংসা না করি।

একে অপরকে সাহায্য করো

১ আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ পাপে পড়ে তবে তোমরা যাঁরা আত্মিক ভাবাপন্ন তারা অবশ্যই তাকে ঠিক পথে আনতে সাহায্য করবে। একাজ অত্যন্ত নম্রভাবে করতে হবে; কিন্তু তোমরা নিজেরাও সাবধানে থেকো, পাছে তোমরাও পরীক্ষায় পড়। ২ তোমরা একে অপরের ভার বহন কর, এই রকম করলে বাস্তবে খ্রীষ্টের বিধি-ব্যবস্থাই পালন করবে। ৩ কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ভাল না হয়েও নিজেকে অন্যদের থেকে ভাল মনে করে তাহলে সে নিজেকে পরিতারণা করছে। ৪ অপর লোকের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে প্রত্নেয়কের উচিত নিজের কাজ যাচাই করে দেখা, তবে সে যা করছে তাই নিয়ে গর্ব করতে পারবে। ৫ কারণ প্রত্নেয়ক ব্যক্তিকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

যেমন বুনবে তেমন কাটবে

৬ যে ব্যক্তি শিক্ষকের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, তার উচিত সেই শিক্ষককে তার সমস্ত উত্তম বিষয়ের সহভাগী করে পরিত্রিধান দেওয়া। কারণ প্রত্নেয়ক ব্যক্তিকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

৭ তোমরা নিজেদের বোকা বানিও না। ঈশ্বরের ঠিকানো যায় না। যেমন বুনবে, তেমন কাটবে। ৮ যে নিজ পাপ প্রকৃতির বীজ রোপন করে সে তার থেকে সংগরহ করবে। কিন্তু যে পবিত্র আত্মার বীজ বুনবে সে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে অনন্ত জীবন পাবে। ৯ ভাল কাজ করতে করতে আমরা যেন ক্লান্ত না হয়ে পড়ি, কারণ নিরুপিত সময়ে আমরা ফসল রূপে অনন্ত জীবন পাব। হাল ছাড়লে চলবে না। ১০ সুযোগ পেলে আমাদের সব লোকের প্রতি ভাল কাজ করা উচিত, বিশেষ করে বিশ্বাসীর গৃহের পরিজনদের প্রতি।

পৌলের চিঠির শেষ কথা

১১ দেখ কত বড় বড় অক্ষরে নিজের হাতে আমি এই চূড়ান্ত কথাগুলি লিখছি। ১২ যারা তোমাদের স্মৃত করার চেটায় আছে তাদের উদ্দেশ্য অন্যদের কাছে নাম কেনার। তারা এটা করে যাতে খ্রীষ্টের করুণের জন্য তারা অত্যাচারিত না হয়। ১৩ যারা স্মৃত করেছে তারা নিজেরাও বিধি-ব্যবস্থা ঠিক মতো পালন করে না অথচ তারাই তোমাদের স্মৃত করতে চাইছে; উদ্দেশ্য, তোমাদের স্মৃত করানোর মাধ্যমে বশ করতে পারলে এই কাজ নিয়ে তারা গর্ব করার সুযোগ পাবে।

১৪ শুধু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের করুণ ছাড়া আমার গর্ব করার মতো কিছুই নেই। যীশুর করুণীয় মৃত্যুর দ্বারা আমি জগতের কাছে করুণাবিন্দু আর জগত আমার কাছে করুণাবিন্দু। ১৫ কারো স্মৃত করা হল কি হল না সেটা বড় বিষয় নয় কিন্তু এটা জরুরী যে এক নতুন সৃষ্টি হোক। ১৬ ঈশ্বরের লোকেরা যারাই এই নিয়ম মানে তাদের ওপর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

১৭ চিঠি লেখা শেষ করার আগে আমার অনুরোধ, যেন কেউ আর আমাকে কষ্ট না দেয়, কারণ ইতিমধ্যেই আমি আমার দেহে খ্রীষ্টের ক্ষত চিহ্ন বহন করছি।

১৮ আমার ভাই ও বোনরা, আমি প্রার্থনা করি যে পরভূ যীশু খ্রীষ্টের অনুগরহ তোমাদের আত্মার মধ্যে বিরাজ করুক।
আমেন।